আসলে কপাল পুড়ি

জন মার্টিন

- কি ভাই নতুন নাটক আছে?

- বাংলাদেশের এমন কোন নাটক নাই যেটা আমার দোকানে নাই। কোনটা চাই বলেন?

এটি কোন নাটকের সংলাপ নয়। সিডনীর একটি বাংলাদেশী দোকানের একজন ক্রেতা বিক্রেতার সংলাপ। আমি দেখলাম ক্রেতা খুব খুশী মনে এক সাথে পাঁচটি নাটক কিনে নিলেন। দাম দিলেন পাঁচ ডলার। বিক্রেতাও খুশী। আমি সংকোচ নিয়ে জিজ্ঞেস করি

-দিনে কয়টি নাটক বিক্রি করেন?

-লেটেষ্ট নাটক বেশী বিক্রি হয় । মনে করেন ২০-৩০কপি।

-কেমন লাভ হয়?

-দূর কি যে বলেন? নাটক বিক্রি করে কি আর দোকান চলে? ওটা তো শখ করে করি।

-মানে?

-মানে বিদেশে বাংলা নাটককে বাঁচিয়ে রাখি। আপনারা যেমন নাটক করেন- আমি ঐ টেলিভিশনের নাটক কপি করে বাংলা সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখছি।

আহা! এমন সংস্কৃতি প্রেমিকই তো দরকার। এবার কথা বলতেও বেশ স্বাচ্ছন্দ বোধ করলাম। মাত্র এক ডলারে এত কম দামে বিক্রি করেন কিভাবে?

- আমি তো লাভের জন্য করিনা এটা হচ্ছে ভালবাসা। আমার তো খরচ নাই। বাড়িতে টেলিভিশন থেকে রেকর্ড করি। গিন্নি রান্না করে, তরকারী কাটে আর কাজের ফাঁকে রেকর্ড করে। এক ঢিলে দশ পাখী মারি। গিন্নি খুশী, আমি খুশী, বাঙালী খুশী...

-কোন নাটকের অরিজিনাল কপি বিক্রি করেন না?

-কেউ কিনবে না । পাঁচ ডলারে নাটক কিনে দেখার মানুষ সিডনীতে নাই। শোনেন আমার কাছ থেকে ১ডলারে নাটক কিনে ঐ নাটক বার্ন করে অনেকে নিজের বন্ধু বান্ধবদের উপহার দেয়।

উনি কথাটি খারাপ বলেননি। এক জন কিনেন আর দশ হাতে ঘুরে। এটা হয়তো সিডনীর প্রবাসী বাঙ্গালীর ঘরের সাধারন চিত্র। আর ঐ সব নাটকের সিডির কোয়ালিটি কেমন? এর উপড় একটা জড়ীপ করলে সম্ভবত এই রকমের উত্তর পাওয়া যাবে-

১.নাটকের মাঝখানে প্রচুর বিজ্ঞাপন

২. নাটক চলতে চলতে সিডি আটকে যায়।(তখন আবার পরিষ্কার করে চালাতে হয় নতুবা ফাষ্ট ফরওয়ার্ড করে দেখতে হয়। তাতে অনেক কিছু না দেখতে পারলেও খারাপ লাগে না।)

৩.অভিযোগ করলে শুনতে হয়, 'এক ডলারে এর চেয়ে ভাল আর কি পাবেন?' এই হচ্ছে প্রবাসে বাংলা টিভি নাটকের হাল চাল।

আমরা বাংলা নাটক দেখি এবং দেখতে চাই-কিন্তু কিছুতেই তা এক ডলারের বেশী দাম দিয়ে নয়। আর সেই এক ডলারের কত অংশ যে নাটকটি বানিয়েছে সে পায়? কিছুই পায় না। তাহলে একজন নাটক বিক্রেতা বিনে পয়সায় বিলি করার জন্য নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে ভাল নাটক বানাবে কেন? বাংলা নাটক নিয়ে প্রায়ই একটি কথা শোনা যায়। তা হোল নাটকের গল্প যত ভাল মেকিং তত ভাল নয়। যেমন- সুটিং লোকেশান,পোষাক,মেকআপ,সাউন্ড কোয়ালিটি,লাইটিং এবং সব শেষে এডিটিং এ পয়সা খরচ করা হয় না । কথাটি সত্য। কারন এই সবদিক সামলাতে যত খরচ হবে নাটকটি তত দামে টেলিভিশন ষ্টেশন গুলো কিনবে না। কারন তারা জানেন সেই নাটক বার্ন করে এক ডলারে বিক্রি হবে, যার এক সিকি ভাগ ও ওদের কপালে জুটবে না। এই বিষয়টি নিয়েই বেশ কিছু দিন আগে কথা হচ্ছিল মাহফুজের সঙ্গে। মাহফুজ অভিনয়ের পাশা পাশি এখন নির্দেশনা কাজও করছে। মাহফুজ সিডনী আসলে বিনা নোটিশেই আমার বাড়ী হাজির হবেই। এটা বোধ হয় ঐ নাটকের নাড়ীর টান। ও এক সময় আমাদের নাটকের দলের সদস্য ছিল। মাহফুজ গত ইদে হুমায়ন

আহমেদের গল্প নিয়ে তৈরী করেছে টেলিফিল্ম। সিডনীতে আসার সময় হাতে করে নিয়ে এসেছে নাটকটি। ওর খুব আবদার আমরা কজন যেন ওর নাটকটি এক সাথে দেখে সমালোচনা করি । বাংলা-সিডনী'র আয়োজনে মাহফুজের নাটক দেখলাম এবং ঐ টেলিফিল্ম নিয়ে কথা বললাম। সবাই বলছিল মাহফুজ ঐ নাটকে আর কি কি ভাল করতে পারতো? আর আমি ভাবছিলাম ও কেন আরো ভালো ভাবে নাটকটি বানাবে? আরো ভাল ভাবে বানাতে গেলে ওর যে খরচ হতো ও কি সেই টাকাটি ফেরত পেতো? মাহফুজের উত্তর 'না'। তাহলে বিষয়টি কি দাড়ালো? নির্দেশক ভাল নাটকটি তৈরীর জন্য যে খরচ করবে তা টেলিভিশন স্টেশন গুলো দিবে না, আমরা যারা সেটা দেখতে চাইবো তারা বিনা পয়সায় সেটা চাইবো, বাজারে ৫ ডলারে বিক্রি হলে আমরা বানর্ড কপি এক ডলারে কিনবো-যার এক অংশ ও নির্মাতার হাতে যাবে না। তাহলে ভাল কাজ নির্মাতাদের কাছ থেকে আশা করবো কেন? বাংলা নাটক গুলো সূক্ষ ভাবে দেখলে লাইট, ক্যামেরা,সাউন্ড কম্পোজিশন সহ অনেক শৈল্পিক বিষয় গুলো আমাকে হতাশ করে। কিন্তু আমার ধারনা সাধারন দর্শক এখনো ও কেবল নাটকের গল্পকে অনুসরন করেন । নাটকটি কি ভাবে তৈরী হলো, আরও কত সুন্দর ভাবে তৈরী করা যেত- তা নিয়ে মোটেও ভাবেন না। কারন অধিকাংশ দর্শকের কাছে নাটকের গল্প, কে কে অভিনয় করেছে- সেটাই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু টেলিভিশনের নাটক তো আর গল্পের বই না যে কেবল স্টোরি লাইন অনুসরন করব? নির্দেশক, অভিনেতা সবাই মিলে একটি চিত্র তৈরী করেন। আর সেই ঘটনায় আমরাও জড়িয়ে পড়ি আমাদের আবেগ দিয়ে। এই চিত্রটি যে যত মুন্সিয়ানা নিয়ে তৈরী করবে সে তত বেশী দর্শককে সেই ঘটনায় জড়াবে। কিন্তু আমাদের নাটক নির্মতাগন এমন একটি পরিবেশে তাদের শ্রম আর মেধা ব্যবহার করেন যেখানে সেই মেধার সঠিক মূল্য তারা পান না। আমার জানা মতে এই নির্মাতাগন আগে জেনে নেন টেলিভিশন গুলো সর্বোচ্চ কত দিয়ে তার নাটক কিনবেন? তারপর সেই নির্মাতা তৈরী করেন তার নতুন হিসাব। কোথায় কি ভাবে নিজের মেধার সাথে কম্প্রোমাইজ করে ঐ খরচের মধ্যে নাটকটি তৈরী করা যায়। একটি কথা আমি বিশ্বাস করি যে টাকা পয়সার হিসাব আর সৃজনশীলতার পাল্লা কখনো এক সাথে যায় না। আর এই কারনেই বাংলা নাটক গুলো গল্প নির্ভর হয়ে উঠছে। সেখানে নেই কোন টেকনিক্যাল উৎকর্ষতা যেমন সুটিং লোকেশন,পোশাক,মেকাপ,সাউন্ড এবং সব শেষে নির্ভূল এডিটিং। আমি জানি কেউ কেউ বলবেন, 'আমি নাটক দেখি ঐ সব টেকনিক্যাল জিনিষ দেখি না।' কথাটি সত্য–একই ভাবে বলা যায় আমরা কোন মজার রান্না যখন খাই তখন ঐ নানান রকম মসল্লার কথা ভাবি না। কিন্তু রান্নার সব উপকরন আর রাঁধুনীর মুন্সিয়ানা একটি রান্না চমৎকার করে তুলে। নাটক বানানোর বিষয়টিও ঐ রকম। ভাল নাটক তৈরী হবে যখন ভাল দর্শক তৈরী হবে। দর্শক যখন সাধারন মানের নাটক দেখা বন্ধ করবে তখন নির্মতাগন ভাল কাজ করার চাপ অনুভব করবেন। ভাল জিনিষের জন্য ভাল দাম দিতে হয়।

সব শেষে একটি ঘটনা বলি । সিডনী তে কিছুদিন আগে মনপুরার প্রদর্শনী হয়েছে। আমার পরিচিত একজন বলছিল, 'এত খরচ করে সিনেমা হলে যাবেন কেন? আমার কাছে কপি আছে। এক ডলারে কিনেছি। আমি কপি করে দিয়ে যাব। ' পড়ে জেনেছি কেউ বোধ হয় সিনেমা হলে বসে ভিডিও ক্যামেরা দিয়ে টেপ করে সেটা বাজারে ছেড়েছে। অতএব সেই কপির না আছে কোন কোয়ালিটি । কিন্তু কিছু মানুষ সেই পোড়া কপি এক ডলারে কিনছে। আমি সব ছবি সিনেমা হলে গিয়ে দেখতে পারিনা। কিন্তু যে ছবিটি সিনেমা হলে দেখার সুযোগ হয় আমি হাত ছাড়া করি না। কারন সিনেমা হলে বসে বড় পর্দায় ছবি , সাউন্ড আর পরিবেশ যে আবেগ তৈরী করে তা নিজের ঘড়ে বসে সবজী কাটতে কাটতে বা ভাত ভাত খেতে ছবি দেখার আবেগে মত নয়। মনপুরা ছবিটি সিনেমা হলে দেখে যে অনুভুতি হয়েছে তা ঘরে হবার নয়। আভাতার ছবিটি কি ঘরে বসে দেখবে কেউ?
আমরা ভাল ছবি হচ্ছে না বলে আলোচনা গরম করে ফেলি। অথচ এই আমরাই আমাদের পায়ে কুড়াল মারছি। এত প্রতিকুলতার মাঝেও বাংলা নাটকের নির্মাতাগন প্রায় মৃত বাংলা সিনেমাকে উদ্ধার এর যে চেষ্টা করছেন তার জন্য প্রয়োজন আমাদের শুভইচ্ছা। আমরা হলে গিয়ে ছবিটি দেখলে ঐ টিকেটের দামের একটি অংশ ঐ নির্মাতা পাবেন। তিনি উৎসাহিত হবেন আরো ভাল কাজের জন্য। বাংলা নাটক, সিনেমা, ডিভিডিতে বার্ন করে বিক্রি করলে আর যাই হোক বাংলা সংস্কৃতির কোন উপকার হয় না বরং আমরা আমাদের নিজেদের কপাল পুড়ি।

জন মার্টিন - একজন সাধারন দর্শক
পুনশ্চ: আভাতার ছবিটি যারা টু-ডিতে দেখেছেন- তারা আবার ঐ একই ছবি থ্রী-ডিতে দেখবেন তারপর ভাববেন ঐ ছবির বার্নড কপি বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে বাসায় বসে দেখবেন কিনা!